সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের আইনী কাঠামো

যাদের অর্থায়নের মাধ্যমে এই প্রকল্প করা সম্ভব হয়েছে:

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী:

CLDP

COMMERCIAL LAW DEVELOPMENT PROGRAM

আজকের উপস্থাপকগণ:

Don DeAmicis
Graduate Programs Professor,
Georgetown University Law Center

Aritha Wickramasinghe
Solicitor,
England and Wales

আজকের আলোচ্য বিষয়

1. উন্নয়নের সাথে সরকারি বেসরকারি অংশীদারীত্ব **(PPP)**-এর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা
2. সবচেয়ে উপযুক্ত PPP ধরন শনাক্তকরণ
3. প্রচলিত PPP-এর কাঠামো বর্ণনা করা
4. PPP-এর গুরুত্বপূর্ণ নথি-পত্রগুলোর পরিচিতি
   - রেয়াত প্রদানের চুক্তি
   - বাস্তবায়ন চুক্তি
   - প্রত্যক্ষ চুক্তি
5. প্রশ্নোত্তর সেশন

PPP এবং উন্নয়ন

PPP-গুলো বেসরকারি খাতের পক্ষে আদায়যোগ্য প্রচুর সুবিধা এনে দিয়েছে। নিচের সামর্থ্যগুলো এর অন্তর্ভুক্ত:

- সীমিত বাজেট নিয়েও অতিরিক্ত আর্থিক তহিবল গঠন;
- ব্যয় হ্রাস করতে বেসরকারি খাতের পারফর্মেন্সের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- জনগণের সেবার মান বাড়ানো; এবং
- অবকাঠামোগত উন্নয়নের গতি বাড়ানো।

সবচেয়ে উপযোগী PPP-র ধরন নির্বাচন

শুধুই একটি PPP প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্যে PPP ব্যবস্থার আওতায় আসা উচিত নয়। PPP ব্যবস্থার বিষয়ে চুক্তি করার আগে, দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের **(চুক্তি সম্পাদনকারী কর্তৃপক্ষ)** যা করা উচিত:

- PPP যাতে জনসাধারণের সুবিধা বাড়ায় তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারি বিকল্পের তুলনায় বেসরকারি খাতের জড়িত থাকার ব্যয় এবং সুবিধাগুলির বিশদ পর্যালোচনা সম্পাদন করা;
- প্রকল্প ও জনসাধারণের লক্ষ্য এবং প্রয়োজনসমূহের সাথে মিল রেখে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততার মাত্রা নির্ণয় করা; এবং
- যথার্থতা, ব্যয়, কার্যকরভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করার সামর্থ বিবেচনা করা।

সাধারণ PPP কাঠামো

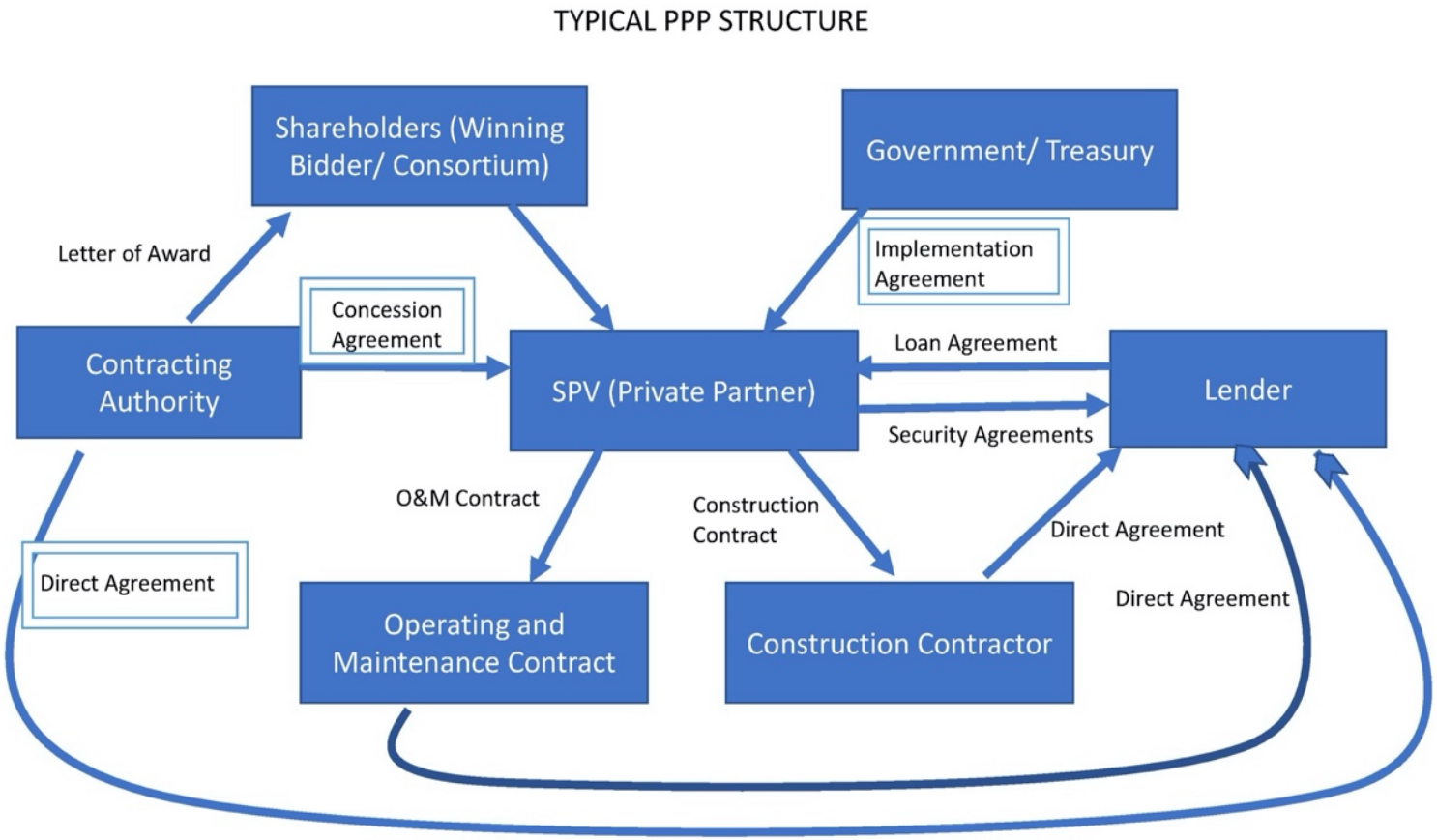
TYPICAL PPP STRUCTURE
Shareholders (Winning Bidder/ Consortium)
Government/ Treasury
Letter of Award
Implementation Agreement
Concession Agreement
Contracting Authority
SPV (Private Partner)
Loan Agreement
Lender
Security Agreements
O&M Contract
Construction Contract
Direct Agreement
Direct Agreement
Direct Agreement
Operating and Maintenance Contract
Construction Contractor

PPP-র আওতাধীন মূল চুক্তিসমূহ

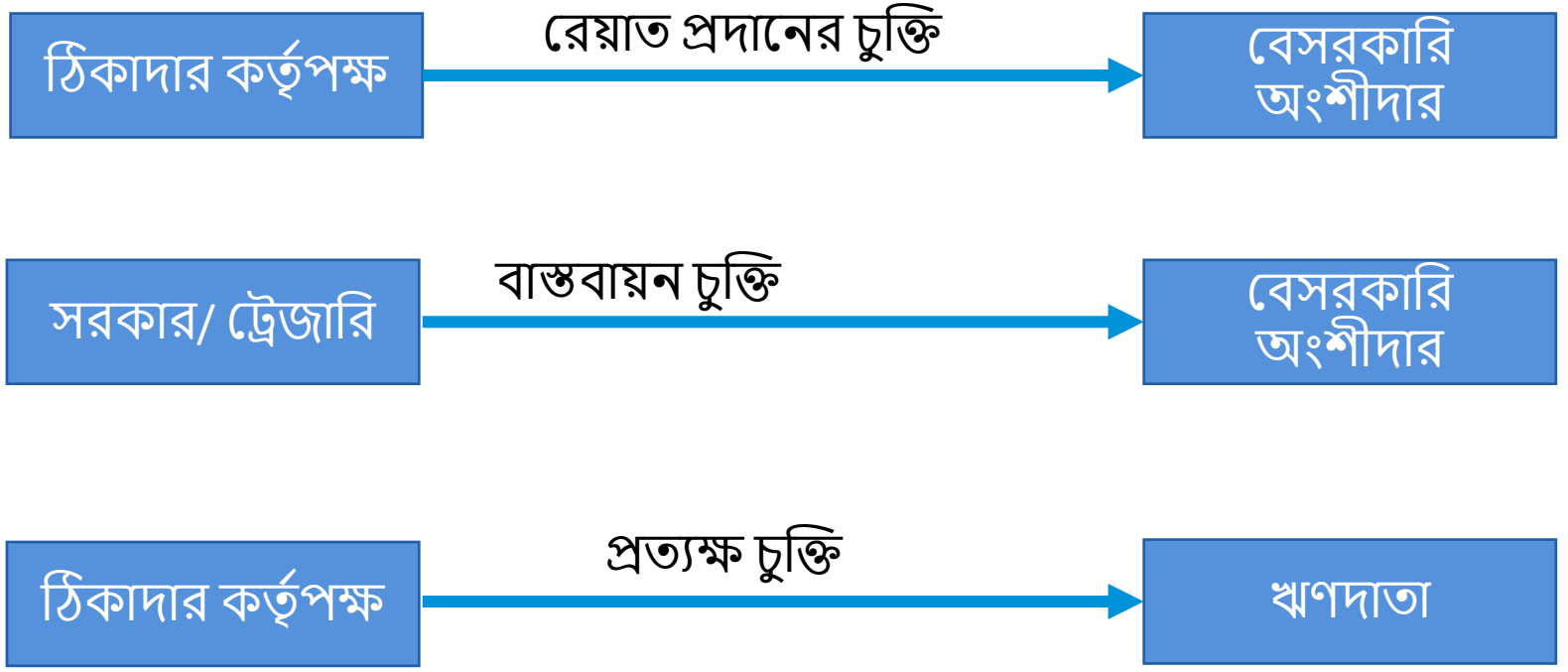

রেয়াত প্রদানের চুক্তি

- রেয়াতটি বেসরকারি অংশীদারকে রাজস্ব আদায়ের অধিকারের বিনিময়ে অথবা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ গ্রহণের বিনিময়ে কোনো একটি প্রকল্পের অর্থায়ন, নির্মাণ, পরিচালনা এবং তা চালিয়ে যেতে সক্ষম করে।
- বেশিরভাগ রেয়াত চুক্তি **BOT, BOOT অথবা DBFOM** প্রকল্পগুলোর জন্য সম্পাদন করা হয়।
- প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের আকারের কারণে, রেয়াত প্রায়ই দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রদান করা হয়। সাধারণত 25-30 বছরের মধ্যে। এটি বেসরকারি অংশীদারদেরকে বিনিয়োগ থেকে লাভ অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয়।

রেয়াত চুক্তি - মূল বৈশিষ্ট্যাবলী

- উদ্দেশ্যমালা **নির্ধারণ করে** এবং প্রকল্পের **ক্ষেত্রগুলো** নির্ধারণ করে।
- প্রকল্পটির উন্নয়ন ও পরিচালনা**করার জন্য** বেসরকারি পক্ষকে **প্রয়োজনীয় অধিকার** হস্তান্তর করে।
- প্রকল্পের জন্য **কর্মদক্ষতার মানদণ্ড ও প্যারামিটারগুলো** নির্ধারণ করে।
- বেসরকারি অংশীদারদের জন্য **মুনাফা** অর্জনের উৎস প্রদান করে।
- পক্ষগুলির মধ্যে **অধিকার ও দায়-দায়িত্বের কাঠামো** প্রতিষ্ঠা করে।
- **পক্ষগুলোর মধ্যে** ঝুঁকি ভাগাভাগি করে।
- বেসরকারি অংশীদারের **নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতায় পরিবর্তন সাধন** সীমিত করে।
- একটি অবসায়ন ব্যবস্থা **অন্তর্ভুক্ত করে**।
- সরকারের কাছে **সম্পদ পুনরায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়াটি** বিশদ ব্যাখ্যা করে।

বেসরকারি অংশীদারের কাছে অধিকার হস্তান্তর করা

রেয়াত চুক্তিটির মাধ্যমে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বেসরকারি অংশীদারকে নির্দিষ্ট কিছু অধিকার প্রদান করা হয়।

কিছু কিছু বেসরকারি প্রকল্পে, বেসরকারি অংশীদার চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে সম্পত্তি কিনে নিতে পারে (এবং রেয়াতের মেয়াদে এককালীন অথবা কিস্তিতে অর্থ পরিশোধ করতে পারে)।

অন্যান্য প্রকল্পে ঠিকাদার কর্তৃপক্ষ কোনো সম্পত্তি বা সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তর করবে না; তবে এর পরিবর্তে, প্রকল্পটি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য বেসরকারি অংশীদারকে প্রবেশাধিকার মঞ্জুর করবে।

বেসরকারি অংশীদারকে রেয়াতের আওতায় তার দায়দায়িত্ব পূরণ করতে যেসব সম্পত্তি, প্রবেশাধিকার এবং কর্ম পরিচালনার অধিকারগুলি প্রয়োজন হবে রেয়াত চুক্তিটির মাধ্যমে সেগুলোর হস্তান্তর নিশ্চিত করা জরুরি।

প্রকল্পের ক্ষেত্র ও মানদণ্ডসমূহ

রেয়াত চুক্তিটিতে প্রকল্পের কাঙ্খিত পারফর্মেন্সের মানদণ্ডগুলিও সুনির্দিষ্ট থাকতে হবে।

উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর সাথে সম্পৃক্ত মানদণ্ড থাকতে হবে:

উন্নয়নের পর্যায়	কর্ম পরিচালনার পর্যায়

উন্নয়ন পর্যায়ের মানদণ্ড

মানদণ্ডগুলি বিশদভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে না।

প্রকল্পের জন্য পারফর্মেন্সের সুনির্দিষ্ট কিছু মান নির্ধারণের জন্য সাধারণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এর পরে বেসরকারি অংশীদার রেয়াত প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণের দায়িত্ব নেবে যা রেয়াত চুক্তির আওতায় নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সেইসব পারফর্মেন্সের মান পূরণ করবে।

কর্ম পরিচালনার পর্যায়ে মানদণ্ড

প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড মেনে চলা নিশ্চিত করতে রেয়াত চুক্তিতে কিছু প্রধান পারফর্মেন্সের সূচক নির্ধারণ করতে হবে।

ঠিকাদার কর্তৃপক্ষকে প্রযুক্তিগত কর্ম পরিচালনার মানদণ্ডগুলি বাস্তবসম্মত হওয়া এবং বেসরকারি অংশীদারের পক্ষে অর্জনযোগ্য হওয়া নিশ্চিত করতে হবে।

কর্ম পরিচালনার মানদণ্ডগুলো সাধারণত বেসরকারি অংশীদার ও O&M অপারেটরের মধ্যে সম্পাদিত O&M চুক্তির আওতায় অপারেটরের কাছে প্রেরণ করা হয়।

কর্ম পরিচালনার মানদণ্ডগুলো পূরণের চূড়ান্ত দায়বদ্ধতা বেসরকারি অংশীদারের উপরেই বর্তাবে।

আর্থিক শর্তাবলী

প্রাপ্যতার ভিত্তিতে অর্থ পরিশোধ মডেল - ঠিকাদার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বেসরকারি অংশীদারকে পরিশোধিত।

প্রান্তিক-ব্যবহারকারী কর্তৃক অর্থ পরিশোধ মডেল - প্রান্তিক-ব্যবহারকারী কর্তৃক অর্থ পরিশোধ মডেল - ব্যবহারকারীরা প্রকল্প কর্তৃক সরবরাহিত (বা উত্পাদিত) পরিষেবা (বা পণ্য) ব্যবহারের জন্য ফি বা শুল্ক প্রদান করবে।

শ্যাডো টোলস- শ্যাডো টোলস - নির্দিষ্ট কিছু পরিবহন প্রকল্পের জন্য, ঠিকাদার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মাথাপিছু হিসেবে প্রত্যেক ব্যবহারকারীর জন্য বেসরকারি অংশীদারকে অর্থ পরিশোধ করার অঙ্গীকার ..

রয়্যালটি ফি- উন্নয়নের অতিরিক্ত কোনো উপাদান ছাড়াই বিদ্যমান অবকাঠামো সংক্রান্ত রেয়াতের জন্য, বেসরকারি অংশীদারকে রেয়াত পরিচালনার অধিকারের জন্য ঠিকাদার কর্তৃপক্ষকে প্রদত্ত ফির বিনিময়ে প্রান্তিক ব্যবহারকারীদের প্রদত্ত পরিষেবার জন্য তাদের নিকট থেকে চার্জ আদায়ের অধিকার।

আইনের দফায় পরিবর্তন

- প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য **আইনের পরিবর্তন** প্রকল্পের চলমান কার্যকারীতার জন্য একটি গুরুতর সম্ভাব্য ঝুঁকি হিসেবে দেখা দিবে, বিশেষত বিকাশমান কোনো বাজারে অবস্থিত প্রকল্পের জন্য।
- **Why?** - প্রকল্পকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে আইনের এমন পরিবর্তন সাধনের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের আর্থিক কর্মকাণ্ড বহাল রাখতে ও পুনরুদ্ধার করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- **উদ্দেশ্য** - আইনে পরিবর্তন সাধনের ফলে কোনো প্রকল্পের আর্থিক কর্মকাণ্ড বিরূপভাবে প্রভাবিত হয় এমন ঝুঁকি বরাদ্দ করা।
- **লক্ষ্য** - আইনে পরিবর্তন না ঘটলে বেসরকারি অংশীদার যে অবস্থায় থাকতো তাকে ঠিক একই অবস্থায় পুনর্বহাল করা।
- **সাধারণ দফা**- আইন পরিবর্তনের ঝুঁকি ঠিকাদার কর্তৃপক্ষকে বরাদ্দ করা।
- **বর্তমান রীতি**- দফাগুলো প্রায়ই অনুরূপ আইনগুলির তুলনায় কেবলমাত্র সেইসব আইনের পরিবর্তনের জন্য প্রযোজ্য যা প্রকল্পকে অসমভাবে প্রভাবিত করে।

অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতি বা ফোর্স ম্যাজিউর

- **অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতির ঘটনা** - এমনসব ক্রিয়াকলাপ, ঘটনা বা পরিস্থিতি যা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণের বাইরে।
- ফোর্স ম্যাজিউর বা অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতির সংজ্ঞা হলো অননুমেয় ঘটনার সাধারণ বিবরণ এবং সুনির্দিষ্ট কিছু ঘটনার আইটেমভিত্তিক তালিকাটির মিশ্রণ।
- বিকাশমান এখতিয়ারের আওতাধীন কিছু রেয়াত চুক্তিতে "**রাজনৈতিক অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতি**" অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এগুলো সেইসব ঘটনা যা কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষের কাজকর্ম অথবা নিষ্ক্রিয়তার ফলস্বরূপ ঘটে।
- কোনো অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতির **ফলাফল** কোনো প্রকল্পের উন্নয়ন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।
- সাধারণত অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত পক্ষ অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতি চলাকালীন **কর্ম পরিচালনা থেকে বিরত** থাকবে। প্রয়োজনে রেয়াতের মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে।

অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতির সংজ্ঞা

নমুনা সংজ্ঞা

অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতির ঘটনা- এর অর্থ হলো কোনো পক্ষের যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নেই এমন ঘটনা যার মধ্যে নিচেরগুলো সহ আরও অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

a) দৈব ঘটনা, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ;
b) মহামারী বা অতিমারী;
c) সন্ত্রাসী আক্রমণ, গৃহযুদ্ধ, গৃহবিবাদ বা দাঙ্গা, যুদ্ধ, যুদ্ধের হুমকি বা প্রস্তুতি, সশস্ত্র সংঘাত, নিষেধাজ্ঞা আরোপ, নিষেধাজ্ঞা বা কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা;
d) পারমাণবিক, রাসায়নিক বা জৈবিক দূষণ বা সোনিক বুম;
e) রপ্তানি বা আমদানির সীমাবদ্ধতা, কোটা বা নিষেধাজ্ঞার সীমাবদ্ধতা বা প্রয়োজনীয় লাইসেন্স বা সম্মতি প্রদানে ব্যর্থ হওয়া সহ আরও অন্যান্য আইন অথবা সরকার কিংবা সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন পদক্ষেপ;
f) ভবন ধ্বসে পড়া, অগ্নিকাণ্ড, বিস্ফোরণ বা দুর্ঘটনা;
g) যে কোনো শ্রম বা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিরোধ, ধর্মঘট, শিল্প-কারখানার পদক্ষেপ অথবা লকআউট (প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই দফার উপর নির্ভর করতে চায় এমন পক্ষ অথবা সেই পক্ষের মতো একই গ্রুপের কোম্পানিগুলো ব্যাতীত);
h) সরবরাহকারী বা সাব-কন্ট্রাক্টরদের নিষ্ক্রিয়তা (প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই দফার উপর নির্ভর করতে চায় এমন পক্ষ অথবা সেই পক্ষের মতো একই গ্রুপের কোম্পানিগুলো ব্যাতীত); এবং
i) ইউটিলিটি পরিষেবায় ব্যাঘাত বা ব্যর্থতা।

রাজনৈতিক অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতির উদাহরণ

রাজনৈতিক অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতির ঘটনাগুলোর মধ্যে রয়েছে:

a) সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, অবরোধ, নিষেধাজ্ঞা, দাঙ্গা, গণ অসন্তোষ, সহিংস বিক্ষোভ, অভ্যুত্থান, বিদ্রোহ, নাগরিক আন্দোলন এবং নাশকতা;

b) রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত, ধর্মঘট, লকআউট, কর্মবিরতি, শ্রম সংক্রান্ত বিবাদ অথবা শ্রমিকদের দ্বারা গৃহীত এই জাতীয় শিল্প-কারখানা পদক্ষেপ;

c) মূল সম্মতিতে অন্তর্ভুক্ত সকল বস্তুগত ক্ষেত্রে সম্মতিযুক্ত শর্তাদি এবং শর্তাদি অনুযায়ী কোনো সম্মতি গ্রহণ বা নবায়নে বেসরকারি অংশীদারের ব্যর্থতা বা অক্ষমতা;

d) কোন সরকারি কর্তৃপক্ষ দ্বারা ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত গৃহীত যেকোনো পদক্ষেপ অথবা ব্যর্থতা;

e) বাজেয়াপ্তকরণ বা বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণ; অথবা

f) বেসরকারি অংশীদারের কাজকর্ম পরিচালনার সামর্থ্যকে বাধাগ্রস্ত করার মতো যেকোনো আইনি নিষেধাজ্ঞা।

অবসায়নের প্রবিধানমালা

- **সেগুলো কী?** কোনো পক্ষকে রেয়াত অবসায়নের অধিকার প্রদান করে এমন ঘটনাবলী এবং অবসায়ন পরবর্তী প্রযোজ্য ফলাফলের তালিকা।

- **অবসায়নের ভিত্তি**। সাধারণভাবে, নিম্নলিখিত কারণে যেকোনো পক্ষ কর্তৃক রেয়াত চুক্তিটির অবসায়ন ঘটানো যেতে পারে:
  - অপর পক্ষের ত্রুটি; অথবা
  - দীর্ঘ সময়ের জন্য কাজকর্মে বাধা প্রদানকারী দীর্ঘস্থায়ী ফোর্স ম্যাজিউর ইভেন্ট।

- বেসরকারি অংশীদারের জন্য প্রযোজ্য ঋণখেলাপির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:
  - পর্যাপ্ত নোটিশ; এবং
  - ক্ষতিপূরণের সময়কাল,

  যাতে করে বেসরকারি অংশীদার (এবং তাদের ঋণদাতা) সমস্যাটি সমাধানের জন্য পর্যাপ্ত সময় পায়।

- **ঋণদাতারা যা গ্রহণ করবে না**:
  - ঠিকাদার কর্তৃপক্ষকে অপর্যাপ্ত নোটিশ বা ক্ষতিপূরণের সময় না দিয়ে সামান্য কারণ ঋণ খেলাপি করা যা ঠিকাদার কর্তৃপক্ষকে রেয়াত অবসায়নের অনুমতি দেয়; অথবা
  - ঋণদাতার সুরক্ষা কার্যকর করার পরে এমন কোনো রেয়াত যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবসায়িত হয়।

অবসায়নের ক্ষতিপূরণ

- কোনো **নিশ্চিত লাভজনক রেয়াত চুক্তির ক্ষেত্রে** ঠিকাদার কর্তৃপক্ষের জন্য প্রথাগতভাবে বেসরকারি অংশীদারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান আবশ্যক হবে:
  a) অবসায়ন অনুসরণ; এবং
  b) বেসরকারি অংশীদারের ঋণ খেলাপি হওয়া সহ অবসায়নের ভিত্তি নির্বিশেষে।

- এটি **ন্যায়সঙ্গত** হওয়ার ভিত্তি এই যে:
  - ঠিকাদার কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের আংশিক উন্নয়ন থেকে **কিছু লাভ** অর্জন করবে; এবং
  - প্রদত্ত প্রকল্পের অংশের জন্য কোনো অর্থ পরিশোধ না করা হলে সেটি হবে **অন্যায্য অর্থপ্রাপ্তি**।

- **ব্যাংকগুলো** তাদের ঋণ পরিশোধ নিশ্চিত করার জন্য প্রায়ই **সকল পরিস্থিতিতে** অবসায়নজনিত ক্ষতিপূরণ আদায় করে থাকে।

ক্ষতিপূরণের প্রথাগত পদ্ধতি

বেসরকারি অংশীদার কর্তৃক ঋণ খেলাপির জন্য, ক্ষতিপূরণ হবে:

ঋণদাতার নিকট পরিশোধযোগ্য বকেয়া (আসল, সুদ ও ফি); এবং

অবসায়ন সংক্রান্ত যেকোনো অর্থ পরিশোধ।

উন্নত বাজারগুলোতে, কখনও কখনও কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় না।

ঠিকাদার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋণ খেলাপি বা রাজনৈতিক অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতির জন্য ক্ষতিপূরণ হবে:

ঋণদাতার নিকট পরিশোধযোগ্য অবশিষ্ট বকেয়া (আসল, সুদ ও ফি); এবং

অবসায়ন সংক্রান্ত যেকোনো অর্থ পরিশোধ;

পৃষ্ঠপোষকদের দ্বারা প্রকল্পে বিনিয়োগকৃত মোট ইক্যুইটির (এবং শেয়ারহোল্ডার ঋণ) পরিমাণ; এবং

প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষকদের দ্বারা প্রদত্ত ইক্যুইটির ভিত্তিতে মুনাফার সম্মত হারকে প্রতিফলিত করে এমন পরিমাণ।

দীর্ঘকালীন অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতির কারণে ঘটা অবসায়নের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ হবে:

ঋণদাতার নিকট পরিশোধযোগ্য বকেয়া (আসল, সুদ ও ফি);

অবসায়ন সংক্রান্ত যেকোনো অর্থ পরিশোধ; এবং

তবে, কিছু পরিমাণের ইক্যুইটি ঠিকাদার কর্তৃপক্ষের খেলাপি ঋণ মাফিক পুরোমাত্রায় প্রদেয় হবে না।

ক্ষতিপূরণের বাজার-মূল্য পদ্ধতি

সাধারণভাবে উন্নত বাজারগুলোতে বেশি দেখা যায়।

এই পদ্ধতির অধীনে:

ক) ঋণদাতা কোনো পদক্ষেপ না নেওয়া পর্যন্ত ঠিকাদার কর্তৃপক্ষ প্রকল্পে পুনঃটেন্ডার করা চালিয়ে যাবেন;
খ) যদি কোনো ক্রেতা খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে ঠিকাদার কর্তৃপক্ষ পুনঃটেন্ডার প্রক্রিয়ার ব্যয়গুলো কর্তন করবে এবং ক্রেতা কর্তৃক প্রকল্পের জন্য পরিশোধিত অবশিষ্ট অর্থ মূল বেসরকারি অংশীদারের নিকট হস্তান্তর করবে; এবং
গ) বেসরকারি অংশীদার বকেয়া ঋণ সংশ্লিষ্ট অপর পক্ষগুলোকে অর্থ পরিশোধের জন্য এরূপ অর্থ ব্যবহার করবে।

কোনো ক্রেতা খুঁজে পাওয়া না গেলে, বেসরকারি অংশীদার কোনো ক্ষতিপূরণ পাবে না।

বিঃদ্রঃ: যদি কোনো রেয়াত চুক্তিতে রেয়াত অবসায়নের পরে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার অভাব থাকে, তাহলে ঋণদাতারা ঋণ সুবিধার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মূল্য বৃদ্ধি করে বর্ধিত ঝুঁকি সামলানোর চেষ্টা করবে

হস্তান্তরের প্রবিধানমালা

- প্রতিটি রেয়াত চুক্তিতে **মেয়াদান্তে** হস্তান্তরের বিধান থাকতে হবে।
- মেয়াদ শেষ হওয়ার এক বা দুই বছর আগে হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু হবে।
- তদনুসারে, রেয়াত চুক্তিতে যা আবশ্যক হবে তা হলো:
    a) ঠিকাদার কর্তৃপক্ষের কাছে সম্পদ **ফিরিয়ে দিতে** হবে;
    b) সম্পদ **সকল ধরনের বন্ধকী সুদ** বা অন্যান্য দায় থেকে মুক্ত অবস্থায় ফেরত দিতে হবে;
    c) সম্পদ **সচল ও ভাল অবস্থায় থাকতে হবে**, সাধারণ ক্ষয়-ক্ষতি ব্যতীত **সচলভাবে কাজের উপযুক্ত অবস্থায় থাকতে হবে**;
    d) বেসরকারি অংশীদার ঠিকাদার কর্তৃপক্ষকে **পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সকল ম্যানুয়াল সরবরাহ করবে**; এবং
    e) বেসরকারি অংশীদার সরকারি-খাতের কর্মচারীদের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সহ (উপযুক্ত ক্ষেত্রে) এক পক্ষ থেকে অপর পক্ষের নিকট নির্বিঘ্নে হস্তান্তর করা যায় এমন যথাযথ **অন্তবর্তীকালীন পরিষেবা প্রদান করবে**।

বিরোধ নিষ্পত্তির প্রবিধানমালা

- কোনো রেয়াত চুক্তিতে থাকা পরিচালনা আইন ও বিরোধ নিষ্পত্তির প্রবিধানমালা চুক্তির প্রয়োগযোগ্যতাকে প্রভাবিত করবে।

- সাধারণভাবে, চুক্তিটি:
  a) প্রকল্পটি যেখানে অবস্থিত সেই দেশের আইন দ্বারা পরিচালিত; এবং
  b) যেকোনো বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যক্রম স্থানীয় বিচারিক বা প্রশাসনিক কার্যবিধি মোতাবেক হতে হবে।

- তবে, বিকাশমান বাজারগুলোতে, বিশেষ করে PPP প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে, বেসরকারি অংশীদার ও ঋণদাতার তরফ থেকে বরং কোনো নিরপেক্ষ এখতিয়ারে সালিশের জন্য ক্রমাগত চাপ থাকে।

বিমা প্রবিধানমালা

- বেশিরভাগ রেয়াত চুক্তিতে বেসরকারি অংশীদারের পক্ষে উপযুক্ত বিমা বহাল রাখা আবশ্যক করে প্রবিধান রাখা হয়।

- সাধারণভাবে, এর মধ্যে যাকিছু অন্তর্ভুক্ত থাকবে:
  a) **দুর্ঘটনা বিমা** – নির্মাণ পর্যায় (যদি থাকে) ও কর্ম পরিচালনা পর্যায় উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতির ঝুঁকি সামলানো; এবং
  b) **দায় বিমা** - তৃতীয় পক্ষের আহত হওয়ার ঝুঁকি সামলানো।

- পক্ষগুলোকে নিশ্চিত করতে হবে যে, বিমাগুলো প্রকল্পের জন্য পর্যাপ্ত এবং উপলভ্য।

- বিমাগুলোর কিছু কিছু বা সবগুলো **স্থানীয় বিমা** প্রদানকারীদের সাথে রাখার আবশ্যকতা আছে কিনা তা যাচাই করা। প্রয়োজনীয় বিমাগুলো স্থানীয়ভাবে না করা হয়ে থাকলে তাতে সুবিধা অর্জনের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

হস্তান্তরযোগ্যতার প্রবিধানমালা

- রেয়াতের চুক্তি অপর পক্ষের সম্মতি ব্যতীত কোনো পক্ষ কর্তৃক স্থানান্তরযোগ্য হবে না।

- তবে, ঋণদাতারা তহবিল ছাড়ের **আগে শর্ত** হিসাবে যে বিষয়গুলোতে জোর প্রদান করে তা হলো:

  a) বেসরকারি অংশীদার রেয়াত চুক্তির আওতায় তার **অধিকারগুলোর বিষয়ে যাতে সুরক্ষা** পায়; এবং
  b) বেসরকারি অংশীদার, ঠিকাদার কর্তৃপক্ষ এবং ঋণদাতারা যাতে একটি **প্রত্যক্ষ চুক্তি** সম্পাদন করে।

প্রত্যক্ষ চুক্তি

- প্রত্যক্ষ চুক্তি হলো বেসরকারি পক্ষ, PPP প্রকল্পের ঋণদাতা (বা সুরক্ষা ট্রাস্টি (ঋণদাতার পক্ষে)) এবং ঠিকাদার কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি।

- প্রত্যক্ষ চুক্তি রেয়াত চুক্তির প্রেক্ষিতে প্রদত্ত সুরক্ষার পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

প্রত্যক্ষ চুক্তি - মূল বৈশিষ্ট্যাবলী

- রেয়াত চুক্তির সুরক্ষার ক্ষমতাবলে বেসরকারি অংশীদার কর্তৃক নিযুক্তির বিষয়ে ঠিকাদার কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে সম্মতি এবং তাদের স্বীকৃতি জ্ঞাপন।

- রেয়াত চুক্তির আওতায় বেসরকারি অংশীদার ঋণ খেলাপি হলে ঋণদাতাদের জন্য স্থগিতাদেশ বা বিরতিকাল ও ক্ষতিপূরণের অধিকার।

- ঋণদাতা অথবা তাদের নিয়োগকারীদেরকে সীমিত সময়ের জন্য রেয়াত চুক্তির আওতাধীন বেসরকারি অংশীদারের অধিকার প্রয়োগ করতে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনমাফিক প্রয়োগ করার অধিকার।

- কোনো নতুন পক্ষের নিকট রেয়াত চুক্তিটি হস্তান্তর করার সুবিধার্থে হস্তান্তর প্রবিধানসমূহ।

- প্রকল্প ও রেয়াত চুক্তির বিষয়ে শ্রমসাধ্য বিবেচনায় প্রণীত অন্যান্য প্রবিধানমালা।

প্রত্যক্ষ চুক্তিতে প্রয়োজনমাফিক প্রয়োগ করার অধিকার

- কখনও কখনও অবসায়নের অধিকারগুলো ঋণ খেলাপি বেসরকারি অংশীদারের পক্ষে সমস্যা সমাধানের সীমিত ক্ষমতা বা একেবারেই কোনো ক্ষমতা না থাকার কারণে সৃষ্টি হয়

- একটি প্রত্যক্ষ চুক্তি ঠিকাদার কর্তৃপক্ষের জন্য ঋণদাতাকে শুরুতে লিখিত নোটিশ না দিয়ে তার অবসায়নের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধা প্রদান করতে পারে এবং লঙ্ঘন থেকে হওয়া ক্ষতিপূরণের জন্য তাদেরকে সময় দিতে পারে।

- একটি প্রত্যক্ষ চুক্তি এই সুবিধা প্রদান করবে যে, যদি বেসরকারি অংশীদার রেয়াত চুক্তির আওতায় ঋণ খেলাপি হয়, তাহলে ঋণদাতারা কোনো আনুষ্ঠানিক আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের আগে ঋণদাতারা "ক্ষমতা গ্রহণ" করতে পারে এবং বেসরকারি অংশীদারের অধিকারগুলো প্রয়োগ করতে পারে।

- ঋণদাতারা কখনও "ক্ষমতা গ্রহণ" করলে তাদের পক্ষে রেয়াত চুক্তির "ক্ষমতা ত্যাগ" করার অধিকারও থাকবে।

- বেসরকারি অংশীদারের নিকট থেকে আদায়যোগ্য বকেয়া দায়বদ্ধতা থাকলে ঠিকাদার কর্তৃপক্ষের পক্ষে প্রয়োজনমাফিক অধিকার প্রয়োগের বিষয়ে কিছু সংশ্লিষ্টতা থাকবে

বিক্রয় ও চুক্তি প্রতিস্থাপনের অধিকার

সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি: প্রত্যক্ষ চুক্তি প্রকল্পের বিক্রয়কে সহজতর করবে:

- একটি প্রত্যক্ষ চুক্তি কোনো নতুন বেসরকারি অংশীদারের নিকট প্রকল্পটি হস্তান্তর করার সুবিধার্থে একটি প্রক্রিয়া প্রদান করে
- ঠিকাদার কর্তৃপক্ষ যেকোনো হস্তান্তরের বিষয়ে সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকবে
- চুক্তি প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে স্থায়ী হস্তান্তরের ক্ষেত্রে:
  - নতুন পক্ষটিকে "প্রতিস্থাপিত দায়গ্রহীতা" হিসাবে উল্লেখ করা হবে এবং রেয়াত চুক্তির অধীনে বেসরকারি অংশীদারদের দায়বদ্ধতার চলমান কার্য সম্পাদনের জন্য তারাই একচ্ছত্রভাবে দায়বদ্ধ থাকবে
  - অতীতের কিছু দায়বদ্ধতার জন্যও তারা দায়ী থাকবে যা কোনো অবশিষ্ট বকেয়া পরিশোধের বিষয়ও হতে পারে
- নতুন পক্ষটির কার্য পরিচালনার সুবিধা বিধানের জন্য ঠিকাদার কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকবে

শ্রমসাধ্য বিবেচনায় প্রণীত অতিরিক্ত প্রবিধান

প্রত্যক্ষ চুক্তিগুলোতে সাধারণত প্রায়ই ঋণদাতাদের দ্বারা শ্রমসাধ্য বিবেচনায় কৃত স্পষ্টীকরণ ও সংশোধন অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে

প্রত্যক্ষ চুক্তি:

- অ্যাসেট লেভেলে অথবা শেয়ার সিকিউরিটির আইনি ক্ষেত্রগুলোতে হস্তক্ষেপ করতে পারে এমন কোনও পূর্ব-অধিকার অধিকারকে বাতিল করতে পরে।
- শেয়ার সিকিউরিটি যেকোনো আইনি প্রয়োগের ফলে বেসরকারি অংশীদারের নিয়ন্ত্রণে পরিবর্তনের জন্য ঠিকাদার কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় সম্মতি গ্রহণ।
- ঋণদাতা, তাদের নিয়োগকারী ও তাদের দায়িত্ব গ্রহণকারীদের জন্য প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে আবশ্যক যেকোনো লাইসেন্স বা অন্যান্য আইপি অধিকারগুলোর শর্তাদি নির্ধারণ।

শ্রমসাধ্য বিবেচনায় প্রণীত অতিরিক্ত প্রবিধান চলমান

- ঠিকাদার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বেসরকারি অংশীদারের পক্ষ হয়ে ঋণদাতাদের জন্য খোলা কোনো সুরক্ষিত অ্যাকাউন্টে পরিশোধযোগ্য যেকোনো অর্থ প্রেরণ করা এবং রেয়াত চুক্তির আওতায় ঠিকাদার কর্তৃপক্ষ যেসব অর্থ পরিশোধ অধিকার পেতে পারে সেসবের ক্ষেত্রে যেকোনো নির্ধারিত অধিকার খর্ব করা।
- ঋণদাতাদের পূর্বানুমতি ব্যতীত রেয়াত চুক্তির যে কোনো সংশোধনীর বিষয়ে একমত হওয়া থেকে বেসরকারি অংশীদার ও ঠিকাদার কর্তৃপক্ষকে বিরত রাখা।
- প্রকল্পের সামগ্রিক নিশ্চিত লাভকে প্রভাবিত করে রেয়াত চুক্তিতে থাকা এমন কোনো অন্তর্নিহিত সার্বজনীন গুরুত্বপূর্ণ শর্ত সংশোধন করা।

বাস্তবায়ন চুক্তি

একটি বাস্তবায়ন চুক্তিতে সরকারি (ঠিকাদার কর্তৃপক্ষ ব্যতীত) এবং বেসরকারি অংশীদারদের মধ্যে প্রত্যক্ষ চুক্তিগত বাধ্যবাধকতা এবং অঙ্গীকারগুলো গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়।

বাস্তবায়ন চুক্তি চলমান

সরকার যেখানে রেয়াত চুক্তির কোনো পক্ষ হিসেবে থাকে না অথচ PPP প্রকল্পগুলোর পক্ষে নিম্নলিখিত উপায়ে সরকারের পক্ষ থেকে ইনপুট আবশ্যক হয় তখনই সাধারণভাবে বাস্তবায়ন চুক্তির প্রয়োজন হয়:

- প্রয়োজনীয় সম্মতি প্রাপ্তিতে সহায়তা
- ঠিকাদার কর্তৃপক্ষ রেয়াতের আওতায় তার দায়িত্ব পালন করবে তা নিশ্চিত করার একটি অঙ্গীকার
- এমন একটি নিশ্চয়তা যেখানে বেসরকারি অংশীদারের পক্ষ থেকে এই মর্মে উদ্বেগ থাকে যে, নিজের দায়িত্ব পালনের পক্ষে ঠিকাদার কর্তৃপক্ষের আর্থিক সংস্থান না-ও থাকতে পারে; এবং
- রপ্তানি ও আমদানি শুল্ক ও কর বিষয়ে বেসরকারি অংশীদারের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ।

বাস্তবায়ন চুক্তিতে সাধারণভাবে বেসরকারি অংশীদার কর্তৃক পরিবেশগত আইন মেনে চলার বিষয়ে এবং যে কোনো পরিবেশগত বা সামাজিক ব্যবস্থাপনার পরিকাঠামো মেনে চলার বিষয়ে সরকারের কাছে কৃত একটি অঙ্গীকার থাকে।

প্রশ্ন এবং মন্তব্য?

CLDP

COMMERCIAL LAW DEVELOPMENT PROGRAM

Tel: +1 202 482 2400

1401 Constitution Avenue, NW,
Washington, DC 20230

www.cldp.doc.gov

লিন্ডসে স্ক্যানেল (Lindsey Scannell)
সিনিয়র কাউন্সেল
এশিয়া-প্যাসিফিক পোর্টফোলিও
LScannell@doc.gov

অ্যাডাম গুডম্যান (Adam Goodman)
অ্যাটর্নি-অ্যাডভাইজর (Attorney-Advisor)
এশিয়া-প্যাসিফিক পোর্টফোলিও
AGoodman@doc.gov